আপনিও হবেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী নারী

সংকলন
আবু মুহাম্মাদ নাঈম
আবু যারীফ

সম্পাদনা
শোআইব আহমাদ

আপনিও হবেন পৃথিবীর সবচেয়ে

সুখী নারী

সংকলন

আবু মুহাম্মাদ নাঈম

আবু যারীফ

ভাষা সম্পাদনা

শোআইব আহমাদ

শারঈ সম্পাদনা

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

আপনার চারপাশের সত্যগুলোকে উপলব্ধি করুন ১২
দুনিয়ার মিছে চাকচিক্যের মাঝে হারিয়ে যাবেন না ১৩
দুনিয়ার চাকচিক্য তো স্রেফ মরীচিকা ১৪
জীবনের গ্যারান্টি নেই ১৬
যে ভালোবাসার সুতীব্র আকর্ষণে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়..১৭
অর্থহীন ভাবনা নয়, ভাবনা হোক অর্থবহ ১৭
কোন পথে যাবেন? ১৮
তারা কেউ সৌভাগ্যের দেখা পায়নি..১৮
যেসব নারীর কোনো মূল্য নেই ১৮
গন্তব্য যাদের জাহান্নামের দিকে ১৯
আপনি আপনার পথ চিনুন ২০
আপনার ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব আপনারই হাতে ২১
যা আপনাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে..২২
হিম্মত করুন! সফলতা আপনার জন্য ২২
শালীনতা বজায় রাখুন ২৩
রূপের আগুন আর ক'দিন? ২৩
পর্দাহীনতার মাঝে কিসের স্বাধীনতা খুঁজে ফিরছেন? ২৪
আপনার জন্য একটি সতর্কবার্তা ২৬
পর্দাই আপনাকে নিরাপদ রাখবে ২৭
কেমন পোশাক পরবেন? ২৮
পোশাকের সুন্নাহ জেনে নিন..২৯
ইসলামি হিজাবের শর্তগুলো মেনে চলুন..৩১
আপনি হবেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারী..৩২
একটি অমার্জনীয় ভুল..৩২
এক মুহূর্তের ভুল, হতে পারে সারা জীবনের কান্না..৩৩
আত্মহত্যা কখনোই সমাধান নয়..৩৪
গায়রে মাহরাম পুরুষগুলো কি শুধু আপনার জন্যই বরাদ্দ করা হয়েছে? ৩৫
তার সঙ্গেই সুখের সংসার করুন..৩৫
মোবাইলের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করুন ৩৬

প্রসিদ্ধির লোভ কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? ৩৬
কেন এই উদাসীনতা?.. ৩৭
কর্মহীন বসে থাকবেন না ৩৮
ভুলকে এড়িয়ে চলুন ৩৮
গুনাহমুক্ত জীবন গড়ুন.. ৩৯
সৌভাগ্যের সোপান ৩৯
ইসলামের পথে আসুন ৪০
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন উত্তম আখলাকে ৪১
পার্থক্য খেয়াল করুন.. ৪২
আপনি শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী.. ৪২
আল্লাহর নিয়ামত গ্রহণ করুন এবং কাজে লাগান.. ৪৩
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করুন.. ৪৩
আল্লাহর কাছে পুরস্কারের আশা রাখুন ৪৫
আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করুন ৪৫
সবকিছু আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে ৪৫
শীঘ্রই ফুল হেসে উঠবে.. ৪৭
পরকালের প্রস্তুতি নিন ৪৮
বিশ্বাসী নারীদের আদর্শ ৪৮
এ যুগে প্রয়োজন নিবেদিতপ্রাণ নারীর.. ৪৯
স্মরণ করুন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী.. ৪৯
পড়ুন! কিন্তু কী পড়বেন? ৪৯
উচ্চ মনোবলের অধিকারী হোন ৫০
সংশোধন ও পরিশুদ্ধির সুযোগ সবসময় থাকে.. ৫০
অবস্থা প্রতিনিয়ত বদলায়.. ৫১
সরলভাবে নিজের অভিমত প্রকাশ করুন ৫১
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করুন ৫১
সিজদা সৌভাগ্যের চাবিকাঠি.. ৫২
যেখানে আপনার প্রতিটি ইচ্ছে বাস্তবায়িত হবে.. ৫২
কল্পনার ডানায় ভেসে বেড়াবেন না.. ৫৩
রবের সন্তুষ্টিই হোক আপনার পাথেয় ৫৩
চোখের কোণে জমে থাকা অশ্রু মুছে ফেলুন ৫৩
পৃথিবী ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়.. ৫৪
আল্লাহর সৃষ্টি ও সৃষ্টির বৈচিত্র্য নিয়ে ভাবুন.. ৫৫
আপনি কি সুখী হতে চান? ৫৫

দানশীলতায় অভ্যস্ত হোন ৫৬
যাদের জীবনে নেমে এসেছিলো লাঞ্ছনার বিভীষিকা ৫৭
সবচে' বেশী মূল্যবান হলো আপনার জীবন ৫৭
সৌভাগ্য অর্থের বিনিময়ে কেনা যায় না ৫৮
তাড়াহুড়া করে কোন কাজ করবেন না ৫৮
কখনও অলস সময় পার করবেন না ৫৯
অবশ্যই কষ্টের লাঘব হবে ৫৯
তুচ্ছ বিষয় এড়িয়ে যাবেন ৬০
যেভাবে মনে সবসময় আনন্দ-প্রফুল্লতাবোধ বিরাজ করবে ৬০
ভালোবাসার আলামত ৬১
আপনিই বহুমূল্য মুক্তা ৬১
আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন ৬২
দৃষ্টি প্রসারিত করুন দূর দিগন্তের দিকে ৬৩
অহীর ওই হীরকখন্ডের মূল্য অনেক বেশি ৬৩
ধিক্কার সেই ঘুণেধরা সমাজের জন্য ৬৪
অতীত চিরকালের জন্যই অতীত ৬৫
সবসময় ভাল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন ৬৫
অন্যের সাথে প্রথম সাক্ষাতে নির্মল হাসি দিয়ে কথা বলুন ৬৬
প্রতিবেশীদের ভালোবাসুন ৬৬
আপনি অন্য বোনদের আল্লাহর পথে ডাকুন ৬৭
নরওয়ে থেকে আফ্রিকা ৬৮
আপনিই তো রানী ৭২
ধিক, শত ধিক এ সংস্কৃতিকে ৭৩
গান : অশ্লীলতা ছড়ানোর প্রধান মাধ্যম ৭৪
তাওবা করুন ৭৫
আল্লাহর আজাব আপনাকে গ্রাস করবে ৭৫
হে গুণবতী বোন! ৭৬
সোনালী যুগের নারী ৭৬
হে একবিংশ শতাব্দীর নারী! ৭৭
হে মুসলিম নারী! জান্নাত আপনাকে ডাকছে!! ৭৮
মুসলিম বোনদের প্রতি হৃদয়বিদারক চিঠি ৭৯
মুসলিম দাঈদের স্ত্রীগণের প্রতি ৮৩
দ্বীন কায়েমে তা'লীমী বৈঠকের আয়োজন করুন ৮৮
নারী কখনো অন্তরায় আবার কখনো চালিকাশক্তি হয় ৯২

পূর্ববর্তী কতিপয় নারীদের দৃষ্টান্ত ৯৬
প্রিয় বোন! আপনাদের কাছে আমাদের চাওয়া ১১৩
দৈনন্দিন জীবনে আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপদেশ ১১৯
হে আমার বোন! শেষে আপনাকে যা বলতে চাই! ১২৪
বিদায় হে বোন! ১২৮

হে প্রিয় বোন আমার!

তোমাকে যা বলতে চাই ১৩৩
পাশ্চাত্যের মেকি স্বাধীনতায় প্রবঞ্চিত হয়ো না ১৩৫
ইসলামের দৃষ্টিতে তোমার প্রকৃত অবস্থান জেনে নাও ১৩৬
তুমি কিভাবে ঈমানদার মুসলিমা হিসেবে স্বীকৃত হবে? ১৪০
ইসলামের পরিবর্তে জাহিলিয়্যাতকে গ্রহন করো না ১৪৩
পর্দা : প্রগতির অন্তরায় নয় বরং নারীর সুরক্ষা কবচ! ১৪৪
কাফন পরানোর দিনটিকেই তোমার হিজাবের প্রথম দিন হতে দিও না! ১৪৬
মনের পর্দা বড় পর্দা : একটি চরম মূর্খতাপ্রসূত কথা! ১৪৭
যৌবনের মৌবনে গায়রে মাহরামদের অবাধ বিচরণ সম্পর্কে সতর্ক হও! ১৫০
দুষ্ট পুরুষের মিষ্টি প্রলোভনের ফাঁদে পড়ো না ১৫২
পুরুষের লালসার শিকার হতে যেও না ১৫৩
পরপুরুষের কামনার কাছে নিজেকে সঁপে দিও না ১৫৪
স্থায়ী সুখের বিনিময়ে অস্থায়ী সুখ ক্রয় করো না ১৫৪
জাস্ট ফ্রেন্ড, বেস্ট ফ্রেন্ড, দ্বীনি ভাই ফিতনা থেকে সাবধান! ১৫৫
পরিবর্তন রাতারাতি আসে না, প্রয়োজন অধ্যাবসায় ১৫৭
Feminism কি নারী স্বাধীনতা নাকি ভোগবাদীদের মানসিক দাসত্ব? ১৫৮
ভোগবাদীদের ফাঁদে পা দিও না ১৬০
প্রয়োজন, কিন্তু কতটুকু প্রয়োজন? ১৬২
নারীরা কি ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারবে না? ১৬৩
ক্যারিয়ার বিলাসীদের খপ্পরে পড়ো না ১৬৪
বিলাস-বাসনা ত্যাগ করাই ঈমানের লক্ষণ ১৬৮
একজন মুসলিমার সফলতা কোথায়? ১৭৩
নারী জীবনের প্রকৃত তৃপ্তি কিসে? ১৭৫
দৃষ্টির হিফাযতে রয়েছে অন্তরের পবিত্রতা ১৭৬
দুনিয়ার বুকে মর্যাদাপূর্ণ জীবন গড়ো ১৭৮

যৌবনের দুরন্ত ঘোড়াকে লাগাম পরাও ১৮০
জীবনসঙ্গী নির্বাচনে সতর্ক হও ১৮৩
বিয়েতে অসফল হলে তো অর্ধেক দ্বীন হারিয়ে ফেললে! ১৮৭
বিয়ে হচ্ছে না? মনমতো বিয়ের প্রস্তাব আসছে না? ১৮৮
সদ্য বিবাহিতা বোনদের জন্য নাসীহাহ ১৯২
সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য নাসীহাহ ১৯৩
গুনাহ করে ফেলেছো? হতাশ হয়ো না! ১৯৭
গোপন পাপের প্রকাশকারী হয়ো না ১৯৯
জান্নাতের দরজাগুলো তোমারই অপেক্ষায় ২০২
অকৃতজ্ঞ হয়ো না, সবরকারী ও শোকরকারী হও! ২০৩
কৃতজ্ঞতা ও শোকরগুজারীর পুরস্কার ২০৭
হতাশা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে চাও? ২১১
জেনে নাও তোমার মাহরাম পুরুষ কারা? ২১৪
ইসলামে নারীর অবস্থান ২১৫
ইসলাম মা হিসেবে নারীকে সম্মান দিয়েছে ২১৫
মায়ের পদতলেই রয়েছে জান্নাত ২১৬
মা, মা, মা এবং বাবা ২১৭
ইসলাম নারীকে স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করেছে ২১৮
ইসলাম মেয়ে হিসেবেও নারীকে সম্মানিত করেছে ২১৮
আত্মীয় হিসেবেও নারীকে সম্মানিত করেছে ইসলাম ২১৯
কেন এই নাসীহাহ্? ২২১

আপনার চারপাশের সত্যগুলোকে উপলব্ধি করুন

হে আমার বোন! আজকের মানুষগুলো প্রবৃত্তির দাস হয়ে গেছে, তারা সত্য বলতে অভ্যস্ত নয়। তারা বধীর হয়ে গেছে, সত্য শুনতে পায় না। তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে, তাই সত্য দেখতে পায় না। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

আল্লাহ তাদের অন্তর ও কানের উপর মোহর করে দিয়েছেন। তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।[১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

আমি বহু সংখ্যক জ্বীন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের অন্তর আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করেনা। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখেনা। তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শুনেনা। তারা যেন চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট।[২]

---

[১] সুরা বাকারা : ৭।

[২] সুরা আরাফ : ১৭৯।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন,

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا.
إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا.

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, আমি তাকে পরীক্ষা করব, তাই আমি তাকে বানিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। অবশ্যই আমি তাকে পথ প্রদর্শন করেছি, হয় সে শোকরকারী হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।[৩]

সুতরাং হে বোন! আপনি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার দেয়া অন্তর, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিকে ব্যবহার করে আপনার চারপাশের সত্যগুলোকে উপলব্ধি করুন। হৃদয়ঙ্গম করুন। বাস্তবতা বুঝতে শিখুন। বাস্তবতা থেকে শিক্ষা নিন। এগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে আপনি আপনার জীবনকে সাজান। আপনার জীবন সুন্দর হবে। আপনার জীবন কল্যাণময় হবে। আপনি হবেন একজন মহীয়সী নারী। **আপনিও হবেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী নারী**দের একজন। আপনি হবেন পথহারা মুসাফিরদের জন্য প্রেরণার বাতিঘর। আপনাকে দেখে আরো অনেক বোন আলো পাবে। সত্যের আলো। হিদায়াতের আলো।

দুনিয়ার মিছে চাকচিক্যের মাঝে হারিয়ে যাবেন না

হে আমার বোন! দুনিয়ার মিছে চাকচিক্য ও সৌন্দর্যে আপনি হারিয়ে যাবেন না। ভুলে যাবেন না আত্মপরিচয়। মনে রাখবেন, এই সৌন্দর্য ও ভোগবাদিতার পেছনে লুকিয়ে আছে তিক্ত বাস্তবতা। এসব চাকচিক্য ও খ্যাতির আড়ালে লুকিয়ে আছে ধ্বংসাত্মক নোংরামি। এজীবন শুধু ভোগের জন্য নয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের অনেক মূল্য রয়েছে। আর কিয়ামতের দিন প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ক্ষণের হিসাব আপনাকে দিতে হবে। সামনে আমাদের অনন্ত আখিরাতের জীবন। দুনিয়ার এই জীবন সেই অনন্ত অসীম জীবনের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ। এখানে শুধু পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে সেই অনন্ত জীবনের জন্য, যেখানে কেউ কারো পাপ-পূণ্যের বোঝা বহন করবে না। এ সংগ্রহশালায় আপনার সঞ্চয় খরচ করবেন না। নতুবা অনন্ত জীবনে আপনি হবেন নিঃস্ব। তখন শত আফসোস করেও কোন লাভ হবেনা।

---

[৩] সুরা ইনসান : ২,৩।

আপনি তখন সেই অসহায় মুসাফিরের মত হয়ে পড়বেন, যাকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে, কিন্তু যাত্রার শুরুতেই যে সফরের পাথেয় শেষ করে ফেলেছেন।

এই যে আপনার শরীর, রূপ-সৌন্দর্য ও চেহারার লাবণ্য—তা কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। একদিন আপনার এই রূপ-সৌন্দর্য, লাবণ্যতা ও জৌলুস সময়ের পরিক্রমায় হারিয়ে যাবে। ত্বকে ভাঁজ পড়বে, চামড়াটা কোঁচকে যাবে। এই সাধের রূপ-যৌবনে ভাটা আসবে এবং তা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আপনি একবার ভাবুন, আপনার নানী দাদীর কথা! এককালের বিশ্ব সুন্দরীদের কথা। তারাও তো লাবণ্যময় রূপবতী ছিল। রূপের আগুনে ঝলসে দিয়েছিল পৃথিবীকে। কিন্তু সেই সৌন্দর্য, রূপ-লাবণ্য আজ কোথায়? কিছুই নেই। সবই সময়ের অতল গহ্বরে বিলীন হয়ে গেছে। নশ্বর পৃথিবীর চিরন্তন সত্যের কাছে সবাইকে হার মানতে হয়েছে।

দুনিয়ার চাকচিক্য তো স্রেফ মরীচিকা

হে আমার বোন! এই দুনিয়ার চাকচিক্য তো স্রেফ মরীচিকা। তপ্ত মরুর বুকে তৃষ্ণার্ত মুসাফির এক ফোঁটা পানির আশায় মরীচিকার পেছনে যেভাবে ব্যাকুল হয়ে ছুটে—কিন্তু দিন শেষে মরীচিকা তাকে কিছুই দিতে পারে না; ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পেছনে ছুটে চলা মানুষটিও তেমন মিছে চাকচিক্যের মরীচিকা ছাড়া কিছুই অর্জন করতে পারবে না। সাময়িক সময়ের জন্য কিছু পেলেও সে হারাবে তার চেয়ে অনেক বেশি। আখিরাতের অনন্ত জীবনে তার কিছুই পাথেয় থাকবে না।

আমাদের পায়ের নিচে আমরা যে মাটি অনুভব করি—আসলে তা এক চোরাবালি। সময়ের পালাবদলে এই চোরাবালিতে আমাদের সবারই হারিয়ে যেতে হবে। কবরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে থাকতে হবে। অথচ আমরা কতোই নির্বোধ! বেমালুম বোকা! আমাদের সুযোগ থাকতেও সেই অন্ধকার ঘরের জন্য কোনো আলোর ব্যবস্থা করছি না। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দুনিয়াতে কেন পাঠিয়েছেন তাও আমরা ভুলে যাই। কত আফসোস ও পরিতাপ তাদের জন্য—যারা দুনিয়াতে এসে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারলো না।